বর্ধিত সংস্করণ : ২০২৩

শতাধিক বছরের ক্রিমিনাল কেস রেফারেন্স

অন

- পেনাল কোড
- সাক্ষ্য আইন
- অস্ত্র আইন
- বিশেষ ক্ষমতা আইন
- চেক ডিস্‌অনার মামলা
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন
- মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন

কামাল উদ্দিন এ্যাডভোকেট

নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন

সূচিপত্র

ধারা-২	শিরোনাম ও বিধির কার্যকারিতার সীমা	১২
ধারা ২	বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ	১২
ধারা-৩	বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত, কিন্তু অভ্যন্তরে আইন বলে বিচারযোগ্য অপরাধসমূহের জন্য দণ্ড	১২
ধারা ৪	বিদেশে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ	১২
ধারা ৫	দণ্ডবিধির বিধান ও বিশেষ আইনের বিধানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিশেষআইনের বিধান প্রধান্য পাবে	১২
ধারা ৬	আসামীর ওজর স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রমাণের দায়িত্ব	১৩
ধারা ১৯	বিচারক	১৪
ধারা ২০	বিচারালয়	১৪
ধারা ২১	সরকারি কর্মচারী	১৫
ধারা ২৪	অসাধুভাবে প্রতারণা	১৬
ধারা ২৫	প্রতারণামূলকভাবে	১৭
	জাল দলিল	১৭
ধারা ৩০	মূল্যায়ন জামানত	১৭
ধারা ৩৩	কার্য : "বিচ্যুতি"	১৮
ধারা ৩৪	কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কৃত কার্যাবলি	১৮
	অভিপ্রায়	২১
	সাধারণ অভিপ্রায় বা সাধারণ উদ্দেশ্যে সর্বদা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় না	২৩
ধারা ৩৫ক	যখন অনুরূপ কোন কার্য, কোন অপরাধমূলক জ্ঞান কিংবা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার কারণে অপরাধমূলক হয়	২৭
ধারা ৫৩	দণ্ড সম্পর্কিত	২৮
ধারা ৫৩ক	কারাদণ্ড	২৯
ধারা ৫৪	মৃত্যুদণ্ড হ্রাসকরণ	২৯
ধারা ৫৫	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাসকরণ	২৯
ধারা ৫৭	দণ্ডের মোয়দসমূহের ভগ্নাংশসমূহ	২৯
ধারা ৬৩	অর্থদণ্ডের পরিমাণ	৩০
ধারা ৬৫	জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ডের সীমা, যেক্ষেত্রে কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয় বিধি দণ্ডে দণ্ডনীয়	৩০

ধারা ৬৬	অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডের বর্ণনা	৩০
ধারা ৬৭	কেবল অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে, অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ড	৬৭
ধারা ৭১	কতিপয় অপরাধের সমবায়ে গঠিত অপরাধে শাস্তির সীমা	৩১
ধারা ৭২	গুরুতর দণ্ড অপেক্ষা লঘু দন্ড দেওয়া হইলে কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হয়	৩২
ধারা ৭৫	কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ড	৩২
ধারা ৭৬	সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ	৩২
ধারা ৭৯	আইনতঃ ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃতকার্য কিংবা ঘটনা সম্পর্কে	৩৩
ধারা ৮০	আইনানুগ কার্য সম্পাদনকালে দুর্ঘটনা	৩৩
	প্রমাণের ভার আসামীর উপর	৩৪
	আসামী সন্দেহের সুবিধা পাইবে	৩৪
ধারা ৮৩	নয় বৎসরের অধিক বয়স্ক ও বার বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কার্য	৩৫
ধারা ৮৪	মস্তিষ্ক বিকৃতি অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কার্য বা উন্মাদ	৩৫
	কাজের পূর্বে প্রস্তুতির প্রমাণ থাকিলে অপ্রকৃতিস্থতার অজুহাত নাকচ হইয়া যায়	৩৬
	আসামীর আত্মীয় বা বন্ধু তাহাকে নিজের হেপাজতে নিবার জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত করিতে পারে	৩৬
	আসামী মানসিকতায় সাক্ষ্যহীন বলিয়া গণ্য হইবে	৩৭
ধারা ৯৪	ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন কাজ করিতে বাধ্য করা	৩৮
ধারা ৯৫	সামান্য ক্ষতিকারক কার্য	৩৮
ধারা ৯৬	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার সম্পর্কিত	৩৯
	আক্রমণকারীকে খুন করিয়া যদি নিজেকে বাঁচানো যায় তাহা আইনের দৃষ্টিতে বৈধ	৪০
ধারা ৯৭	শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার	৪১
ধারা ৯৯	যে সকল কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিকারের অধিকার নাই	৪২
	সরকারি কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সে নিজে আঘাত করিতে পারিবে	৪৪
	অনধিকার প্রবেশকারীর হাতে কোন অস্ত্র ছিল না তখন জমির মালিক গুলি ছোঁড়ে খুন করিতে পারে না তাহা আইন বিরুদ্ধ	৪৪
ধারা ১০০	দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকার মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়	৪৫
	দেহের প্রতি রক্ষার জন্য হত্যা করা বৈধ	৪৭
	স্ত্রী-স্বামীকে হত্যা করে	৪৭
ধারা ১০২	দেহের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের শুরু এবং স্থিতিকাল	৪৮

ধারা ১০৫	সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতি রক্ষায় অধিকার	৪৯
ধারা ১০৭	অপরাধে সহায়তা	৪৯
ধারা ১০৮	দুষ্পর্মে সহায়তাকারী	৫১
ধারা ১০৯	অপরাধ কার্যে সহায়তা (দণ্ডবিধি ১০৯ ধারা) এই ধারা সম্পর্কে কিছু কথা	৫২
	দুষ্কর্মে সহায়তা	৫৩
ধারা ১১৪	অপরাধ সংঘটন কালে সহায়তাকারী উপস্থিতি	৫৬
ধারা ১২০এ	অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা	৫৭
ধারা ১২০খ	অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি	৫৭
ধারা ১২০খ	অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি	৫৭
ধারা ১২১	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ করা বা যুদ্ধ ঘোষণার সহায়তা করা	৫৯
ধারা ১২৪ক	রাষ্ট্রদ্রোহ	৫৯
ধারা ১২৫	বাংলাদেশের সহিত মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৬০
ধারা ১৩১	বিদ্রোহে সহায়তাকরণ বা কোন সৈন্য, নাবিক বা বৈমানিককে স্বীয় কর্তব্য হইতে বিপথগামী করিবার উদ্যোগ গ্রহণ	৬১
ধারা ১৪১	বেআইনী সমাবেশ	৬১
ধারা ১৪২	বেআইনী সমাবেশের সদস্য	৬২
ধারা ১৪৩	দণ্ড	৬২
ধারা ১৪৭	দাঙ্গার শাস্তি	৬৩
ধারা ১৪৮	মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দাঙ্গা অনুষ্ঠান করণ	৬৫
ধারা ১৪৯	সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে সংঘটিত অপরাধ (দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা)	৬৮
	বেআইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দোষী	৬৮
ধারা ১৬১	সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারি কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিস গ্রহণ	৭১
ধারা ১৬৭	ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন	৭৬
ধারা ১৭৫	সরকারী কর্মচারীর নিকট কোন দলিল পেশ আইনত বাধ্য ব্যক্তি সরকারী কর্মচারীর নিকট পেশ না করা	৭৭
ধারা ১৮২	যেকোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন কল্পে সরকারী কর্মচারীকে তাহা আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করা	৭৭
ধারা ১৮৩	কোন সরকারী কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা বলে সম্পত্তি গ্রহণে বাধা দান করা	৭৮

ধারা ১৮৬ সরকারী কর্মচারীর সরকারী কার্য সম্পাদনে বাধা দান .....

ধারা ১৮৮ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক জারিকৃত আদেশ অমান্য করণ.....

ধারা ১৯৩ মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ড.....

ধারা ১৯৬ মিথ্যা সাক্ষ্য ব্যবহার করা .....

ধারা ১৯৭ মিথ্যা সার্টিফিকেট ইস্যু করা.....

ধারা ২০১ অপরাধকারীকে গোপন করিবার জন্য অপরাধের সাক্ষ্য অদৃশ্য মিথ্যাতথ্য সরবরাহ করা ...

ধারা ২০২ তথ্য প্রদানে বাধ্যব্যক্তি কর্তৃক .....

ধারা ২০৭ বাজেয়াপ্তকৃত বা ক্রোকের মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তগত প্রতারণাভাবে সম্পত্তি দাবী করা.....

ধারা ২১০ প্রাপ্য নন এমন অর্থের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ডিগ্রী অর্জন করা.....

ধারা ২১১ মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে মামলা .....

ধারা ২১৮ কোন ব্যক্তিকে শাস্তি বা সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি হইতে বাচাইবার জন্য ভুল রেকর্ড করা.....

ধারা ২২৪ কোন ব্যক্তিকে আনানুগতভাবে গ্রেফতারে বাধা দান.....

ধারা ২২৮ বিচার বিভাগীয় মামলায় বিচার কার্যে রত সরকারী কর্মচারীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা বা অপমান করা.....

ধারা ২৩৫ মুদ্রা জাল করার কাজে কোন যন্ত্র বা বস্তু ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্র বা বস্তু দখলে রাখা.....

ধারা ২৫৫ সরকারি স্ট্যাম্প জালকরণ .....

ধারা ২৬২ পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পরিচিত সরকারি স্ট্যাম্প ব্যবহার করা .....

ধারা ২৬৮ গণ-উপদ্রব.....

ধারা ২৭২ বিক্রয়ের জ্য উদ্দিষ্ট খাদ্যে বা পানিতে ভেজাল মিশ্রণ.....

ধারা ২৭৯ রাজপথে বেপরোয়া গাড়ী চালনা বা অশ্বারোহন.....

ধারা ২৯০ প্রকারান্তরে ব্যবস্থিত নহে এইরূপ ক্ষেত্রসমূহে গণ উপদ্রবের শাস্তি .....

ধারা ২৯৪এ লটারি অফিস পরিচালনা করা.....

ধারা ২৯৫ কোন শ্রেণী বিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য উপাসনালয়ের ক্ষতিসাধন করা বা উহা অপবিত্র করা.....

ধারা ২৯৯ মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ প্রসঙ্গে জীবন ক্ষুন্নকারী অপরাধসমূহ প্রসঙ্গে .....

ধারা ৩০০ খুন .....

স্বামী-স্ত্রী একত্রে মৃত্যু.....

নিম্নলিখিত উত্তেজনা আকস্মিকনহে.....

ঘটনা মারাত্মক কিন্তু আকস্মিক নহে.....

ধারা ৩০১	যে ব্যক্তির মৃত্যু অভীষ্ঠ ছিল সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইয়া দণ্ডনীয় নরহত্যা সংঘটন	১০৪
ধারা ৩০২	খুনের মামলা	১০৫
	খুনের শাস্তি	১১০
	মৃত্যুকালীন ঘোষণা	১৩২
ধারা ৩০৩	যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত খুনের শাস্তি	১৪২
ধারা ৩০৪	খুন নহে এমন অপরাধজনক প্রাণহানির মামলা (দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা)	১৪৩
	টেপ-রেকর্ডে ধারণকৃত আলাপ সাক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য	১৪৬
	খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডনীয় নরহত্যার শাস্তি	১৪৭
	বেপরোয়াভাবে যান চালনা বা আরোহণের দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর মামলা (দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা)	১৪৮
ধারা ৩০৪ক	অবহেলার দ্বারা মৃত্যু সংঘটনের মামলা	১৫৩
	অবহেলার ফলে সংঘটিত মৃত্যু	১৫৬
ধারা ৩০৭	খুনের উদ্যোগ	১৫৭
ধারা ৩০৯	আত্মহত্যা করার উদ্যোগ	১৫৮
ধারা ৩২৩	আঘাত করার মামলা	১৫৮
	স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি	১৬১
ধারা ৩২৪	ইচ্ছাপূর্বক বিপজ্জনক অস্ত্র দ্বারা বা বিপজ্জনক উপায়ে আঘাত করা	১৬২
ধারা ৩২৫	স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদানের শাস্তি	১৬৩
ধারা ৩২৬	স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা অন্য মাধ্যমের মাধ্যমে গুরুতর আঘাত দান করা	১৬৬
ধারা ৩২৬ক	চোখ উপড়াইয়া বা এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা চোখের দৃষ্টি নষ্ট করা বা মুখমণ্ডল বা মস্তক এসিড দ্বারা বিকৃতিকরণ	১৬৭
ধারা ৩৬১	আইনানুগ অভিভাবকত্ব হইতে মনুষ্যহরণ	১৬৮
ধারা ৩৫৪	কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে আক্রমণ ও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ	১৬৯
ধারা ৩৬৩	অপহরণের মামলা	১৭০
	মনুষ্য হরণের শাস্তি	১৭২
ধারা ৩৬৪	খুন করার উদ্দেশ্যে মনুষ্য হরণ কিংবা অপহরণ	১৭৪
ধারা ৩৬৫	গোপনে ও অন্যায়ভাবে আটক করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে লোক অপহরণ বা ব্যক্তিহরণ	১৭৯
ধারা ৩৬৬	জীবন ও অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নকারী কার্য	১৮০
ধারা ৩৬৬ক	অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা সংগ্রহকরণ	১৮১
ধারা ৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর আঘাত বা দাসত্বাধীন করার উদ্দেশ্যে অপহরণ বা হরণ	১৮১

ধারা ৩৭৫	ধর্ষণ	১৮২
ধারা ৩৭৬	ধর্ষণের শাস্তি	১৮২
ধারা ৩৭৭	অস্বাভাবিক অপরাধসমূহ	১৮৭
ধারা ৩৭৮	চুরির মামলা	১৮৮
ধারা ৩৭৯	চুরির শাস্তি (দণ্ড বিধির ধারা ৩৭৯)	১৮৯
ধারা ৩৮০	বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি	১৯১
ধারা ৩৮১	কেরানী বা চাকর কর্তৃক মনিবের অধিকারভুক্ত সম্পত্তি চুরি	১৯১
ধারা ৩৮৬	কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় দেখাইয়া বলপূর্বক গ্রহণ	১৯১
ধারা ৩৯০	যেক্ষেত্রে চুরি দস্যুতা বলিয়া গণ্য হয়	১৯১
ধারা ৩৯১	ডাকাতি ঃ (দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারা)	১৯৩
ধারা ৩৯৪	দস্যুতা সংঘটনকালে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত দেওয়া (দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারা)	১৯৫
ধারা ৩৯৫	ডাকাতির শাস্তি (দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা)	১৯৬
ধারা ৩৯৬	খুনসহ ডাকাতি (দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা)	১৯৭
ধারা ৩৯৭	মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত সংঘটনের উদ্যোগসহকারে দস্যুতা বা ডাকাতি	১৯৯
ধারা ৪০৫	অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের মামলা	২০১
	ন্যস্ত বিশ্বাসভঙ্গ	২০১
ধারা ৪০৬	অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি (দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারা)	২০৩
	প্রমাণের বিষয়	২১০
ধারা ৪০৭	বাহক ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ	২১৭
ধারা ৪০৮	কেরানী বা চাকর কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ	২১৭
ধারা ৪০৯	সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার, বণিক অথবা প্রতিনিধি কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরণ	২১৯
	৪০৯ ধারা এবং ৩৭৭ক ধারা	২২৮
ধারা ৪১১	অসাধুভাবে চোরাইমাল গ্রহণ করা	২৩০
ধারা ৪১২	ডাকাতি সংঘটনের মাধ্যমে অপহৃত মাল অসাধুভাবে গ্রহণ করা	২৩০
ধারা ৪১৪	চোরাইমাল গোপনকরণের সহায়তা করা	২৩১
ধারা ৪১৫	প্রতারণা	২৩২
ধারা ৪১৬	অপরের রূপ ধারণা-পূর্বক প্রতারণা	২৩৩
ধারা ৪১৯	অপরের রূপ ধারণা পূর্বক প্রতারণা করার শাস্তি	২৩৪
ধারা ৪২০	প্রতারণা ও সম্পত্তি সমর্পণ করিবার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা	২৩৪
ধারা ৪২৬	অনিষ্টের শাস্তি	২৩৮

ধারা ৪২৭	পঞ্চাশ টাকা পরিমাণ ক্ষতি করিয়া অনিষ্ট সাধন	২৩৮
ধারা ৪৩০	কৃষি সেচ কার্যের ক্ষতিসাধন করিয়া বা অবৈধভাবে পানির পরিবর্তন করিয়া অনিষ্ঠসাধন	২৩৯
ধারা ৪৩৬	গৃহ ইত্যাদি ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে অগ্নি বা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে অনিষ্ট সাধন করা	২৩৯
ধারা ৪৪১	অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ	২৪০
ধারা ৪৪৭	অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি	২৪১
	৪২৭ ধারা এবং ৪৪৭ ধারা	২৪১
ধারা ৪৪৮	অনধিকার গৃহপ্রবেশের শাস্তি	২৪২
ধারা ৪৫৬	রাত্রিকালে সঙ্গোপণে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশের শাস্তি	২৪৩
ধারা ৪৫৭	কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপণে রাত্রিকালে অনধিকার গৃহপ্রবেশ বা অপথে গৃহপ্রবেশ	২৪৩
ধারা ৪৬৩	জালিয়াতির মামলা	২৪৫
ধারা ৪৬৪	মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণ	২৪৮
ধারা ৪৬৫	জালিয়াতির শাস্তি	২৪৮
ধারা ৪৬৬	আদালতের নথিপত্র বা সরকারি রেজিস্ট্রার জালকরণ	২৫২
ধারা ৪৬৭	মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদিতে জালিয়াতি	২৫৩
	বিচার কার্যক্রম	২৫৪
ধারা ৪৬৮	প্রতারণার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি	২৫৭
ধারা ৪৭১	কোন জাল দলিলকে খাটি হিসাবে ব্যবহারকরণ	২৫৮
ধারা ৪৭৭ক	হিসাবপত্র বিকৃতকরণ	২৫৯
ধারা ৪৯৩	প্রতারণামূলকভাবে আইনানুগ বিবাহের বিশ্বাসে প্ররোচিত করিয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী-স্ত্রীরূপে সহবাস	২৫৯
ধারা ৪৯৫	হিসাবপত্র বিকৃতকরণ	২৬১
ধারা ৪৯৭	ব্যভিচার	২৬১
ধারা ৪৯৮	কোন বিবাহিতা নারীকে অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধকরণ বা অপহরণ বা আটকরণ	২৬২
ধারা ৪৯৯	মানহানি	২৬৩
ধারা ৫০০	মানহানির শাস্তি	২৬৪
ধারা ৫০৪	শান্তিভঙ্গের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান	২৬৭
ধারা ৫০৬	অপরাধের ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি	২৬৮
ধারা ৫০৯	কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদার অভিপ্রায়ে কোন মন্তব্য অঙ্গভঙ্গী বা কোন কাজ	২৬৮
ধারা ৫১১	যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগের শাস্তি	২৬৮

সাক্ষ্য আইন ২৬৯-৩২৬

অস্ত্র আইন ৩২৭-৩৫৮

বিশেষ ক্ষমতা আইন ৩৫৯-৩৮০

চেক ডিস্‌অনার মামলা ৩৮১-৪০৬

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ৪০৭-৪৫৮

৭ ধারা : নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি ৪১০

৯ ধারা : ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি ৪১৭

১০ ধারা : যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দণ্ড ৪২৩

১১ ধারা : যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি ৪২৮

১৭ ধারা : মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি ৪৩২

১৮ ধারা : অপরাধ তদন্ত ৪৩৩

১৯ ধারা : অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি ৪৩৭

২০ ধারা : বিচার পদ্ধতি ৪৪১

২২ ধারা : ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যেকোনো স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা ৪৪৫

২৩ ধারা : রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, ইত্যাদির সাক্ষ্য ৪৪৭

২৫ ধারা : ফৌজদারী কার্যবিধি প্রয়োগ, ইত্যাদি ৪৪৮

২৭ ধারা : ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ৪৫০

২৮ ধারা : আপীল ৪৫৩

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৪৫৯-৫১৫

Anti-Corroption Commission Act ৫১৬-৫১৯

১ ধারা

শিরোনাম ও বিধির কার্যকারিতা সীমা

ইহা নির্দেশ করিয়া দেয় যে, দণ্ডবিধি শুধুমাত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং বাংলাদেশের বাইরে সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

[আবদুল হক বনাম রাষ্ট্র, ১৪ বি. এল. ডি (১৯৯৪) এইচ সি ডি ২০৪ ।]

২ ধারা

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ

(১) আলোচ্য ধারাটি ৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেননা এই দুইটি ধারা একত্রে অপরাধের সংজ্ঞা ব্যক্ত করিয়াছে। বিশেষ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন অপরাধের জন্য দণ্ডবিধি অনুযায়ী অভিযোগ করিতে বাধাগ্রস্ত করে না। সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে Law শব্দ ব্যবহার করা হয় যাহা Act, Ordinance ইত্যাদি অর্থ করে এবং বাংলাদেশে ঐগুলি বলবৎ করিয়া ইসলামী আইন অনুসারে দরখাস্তকারীগণের বিচার করা অলিক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নহে। *[৫৯ ডি এল আর ৩৬ এ ডি]*

(২) যেখানে বিশেষ আইনে কোন অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রহিয়াছে তাহা দণ্ডবিধির সাধারণ শাস্তির তুলনায় অগ্রগণ্য হইবে। *[এ আই আর ১৯৩৭ (এল) ৭১৪]*

(৩) প্রত্যেক ব্যক্তি বলিতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হইলেও বিদেশী কূটনৈতিক, শিশু, রাষ্ট্রপ্রধান, এইরূপ কতিপয় ব্যক্তি আওতা বহির্ভূত রহিয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা ও পদবী নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি। *(পি এল ডি ১৯৫৮ (এস সি) ১১১৫)।*

(৪) এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে কোন বিদেশী আইনটি সম্পর্কে অবহিত ছিল না বলিয়া কোন রকম নিস্তার পাইতে পারে না। *[এ আই আর ১৯৫৩ (পাঞ্জ) ২২৭]*

৩ ধারা

বাংলাদেশের সংঘটিত কিন্তু অভ্যন্তরে আইন বলে বিচারযোগ্য অপরাধসমূহের দণ্ড

ইহা নির্দেশ করিয়া দেয় যে, কোন ব্যক্তিকে বৃটিশ ভারতের বাইরে সংঘটিত অপরাধের জন্য বৃটিশ ভারতে বিচার করার পূর্বে তাহাকে দায়ী করার কোন আইন অবশ্যই অস্তিত্ব থাকিতে হইবে। *[এআইআর ১৯৩৭ অল ৭১৪]*

সাক্ষীরা শুধুমাত্র পুলিশের লোক এ অজুহাতে সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী এ ধরণের সাক্ষীদের অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। *মোঃ হাসানুল ইসলাম অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র ৬ এক্স ফাইল (এইচসিডি) ৪৪*

৪ ধারা

বিদেশে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ

(১) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক জোনের উপর বিস্তৃত নহে। প্রজাতন্ত্রের অর্থনৈতিক জোনের অধিকার ভঙ্গজনিত অপরাধের জন্য কোন দণ্ড আরোপিত নহে। কক্সবাজারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক জলসীমানার ১২ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে পরবর্তী ১৬ মাইলকে এদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যায় না।

[৩৪ ডি এল আর ৩১৫; ভিসিন চ্যাপরন বনাম বাংলাদেশ]

(২) বাংলাদেশের জলসীমা এবং অর্থনৈতিক জোন সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারণ করিবে, উহা নির্ধারণ করা আদালতের দায়িত্ব নহে। *[৩২ ডি এল আর (এ ডি) ১৯৪; বাংলাদেশে বনাম শমবন]*

(৩) আলোচ্য ধারাটি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৮ ধারার সহিত পঠিতব্য। বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত অপরাধের বিচার বাংলাদেশে হইতে পারে। বিচার করিবার এখতিয়ার আদালতের রহিয়াছে।

[৩৪ ডি এল আর ৩৯০; এম, জি তাওয়াব বনাম রাষ্ট্র]

৫ ধারা

দণ্ডবিধির বিধান ও বিশেষ আইনের বিধানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিশেষ আইনের বিধান প্রাধান্য পাবে

(১) বিশেষ আইনানুযায়ী অভিযোগ দায়ের করা হইয়া থাকিলে দণ্ডবিধির আওতায় দণ্ড আরোপ করা হইলে তাহা অবৈধ হইবে। *[২২ ডি এল আর ২১৭; জেলা পরিষদ কুষ্টিয়া বনাম আঃ গনি]*

(২) মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত আইনটি বিশেষ আইন বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। এই আইনের আওতায় সংঘটিত অপরাধের বিচার ফৌজদারি আদালতে হইয়া থাকে। উক্ত আইনের অভিব্যক্তি অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণিত হইলে আসামীকে দণ্ড প্রদান করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা আদালত কর্তৃক এই অপরাধ বিচার্য বটে। মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত অপরাধজনিত মামলা দায়রা মামলা হিসাবে গণ্য করতঃ অভিযোগনামা প্রণয়ন করিতে হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় ফেলিয়া এইরূপ অপরাধের জন্য দণ্ড দেওয়া হইলে বিচার বিভ্রাট ঘটিবে এবং সেইক্ষেত্রে আরোপিত দণ্ড বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

সকল অপরাধই অন্যায় কাজের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সকল অন্যায় কাজকেই অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যায় না।

[১৫ ডি এল আর ৪২৪]

৬ ধারা

আসামীর ওজর স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রমাণের দায়িত্ব

(১) সাক্ষ্য আইনের ১০৫ ধারায় যে সমস্ত পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকার কারণে আসামীর মামলা বিশেষ ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে বা দণ্ডবিধির ব্যতিক্রমের ধারার অন্তর্ভুক্ত তাহা প্রমাণের ভার আসামীর উপর ন্যস্ত করিয়াছে। *[৪০ ডি এল আর (এ ডি) ৮৩; আঃ মজিদ বনাম রাষ্ট্র]*

(২) আসামীর দোষী মনোভাব প্রমাণের দায়িত্ব ফরিয়াদী পক্ষের তথাপি আসামীর কার্য বা অপরাধ যদি দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমের নীতির আওতায় পড়ে তাহা প্রমাণের দায়িত্ব আসামীর। যদি দেখা যায় আসামীর কার্য ব্যতিক্রমের আওতায় আসে না তখনই উহা প্রমাণের দায়িত্ব ফরিয়াদীর উপর বর্তায়।

[২৪ ডি এল আর ১৬২; আঃ গনি বনাম রাষ্ট্র]

(৩) আইনের দৃষ্টিতে অপ্রকৃতিস্থতা এবং মেডিকেল অপ্রকৃতিস্থতার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আসামীর কৃতকার্য দণ্ডবিধির ৮৪ ধারার ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে তাহা দেখানোর জন্য আসামীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঘটনার সময় আসামীর অপ্রকৃতিস্থতার দরুন তাহার কার্যের প্রকৃতি তথা উহা বেআইনী বা অপরাধমূলক কিনা তাহা বুঝিতে অক্ষম ছিল। তবে এই প্রমাণের দায়িত্ব ফরিয়াদী কর্তৃক আসামীর দোষ প্রমাণের ন্যায় জোরদার নহে। *[৩০ ডি এল আর ২৭৫; আবু নাসির ভূঁইয়া বনাম রাষ্ট্র]*

(৪) আসামীর অপরাধ ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে এমন প্রমাণে ব্যর্থ হইলেও সমুদয় সাক্ষ্য বিবেচনায় তাহার অপরাধ মর্মে আদালতের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিতে পারিলে আসামী সন্দেহের ফায়দা পাইবে [৫ ডি এল আর

(এফ সি) ১৩৩; মোঃ আসলাম বনাম ক্রাউন]। আকস্মিক ও গুরুতর উস্কানির ওজর প্রমাণের দায়িত্ব আসামীর। স্পষ্টতঃ প্রমাণ করিতে না পারিলেও উভয়পক্ষের সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ মর্মে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় আসামী সন্দেহের ফায়দা পাইবে। *[৯ ডি এল আর (লাহোর) ৩১]*

(৫) দণ্ডবিধির সাধারণ ব্যতিক্রমসমূহ প্রমাণের দায়িত্ব আসামীর রায় প্রদানের সময় সমুদয় ঘটনা বিবেচনা করিতে হইবে। *[৫ ডি এল আর (এফ সি) ৭০১]*

১৯ ধারা
বিচারক

ধারাসমূহ ১৯ ও ৭৭–বিধিটির ৭৭ ধারা বিচারপদ্ধতি অনুসারে কার্য সম্পাদনকালে বিচারকগণের কার্যকে সুরক্ষা দেয়। বিধিটির ১৯ ধারা মতে যদিও কাস্টমসের বিরোধসমূহ নিষ্পত্তিকারী কমিশনার বিচারকের সংজ্ঞায় পড়েন না কিন্তু কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাটের বিচার নিষ্পত্তির কার্যপদ্ধতি প্রায়-বিচারিক হিসাবে পরিচিত। বিচারকারী কর্তৃপক্ষকে বিচারিকভাবে ও ন্যায্যভাবে কাজ করিতে হয়। যখন তাহারা আচরণের কোন অভিযোগ ব্যতীত সরল বিশ্বাসে কাজ করেন। তখন তাহাদের প্রায় বিচারিক কার্যাবলী সম্পাদনে স্বাধীনতা নিশ্চিত করিতে ৭৭ ধারায় বিকৃত মূলনীতি প্রযোজ্য হইবে।

[নূরুল ইসলাম (মোঃ) বনাম রাষ্ট্র ২৬ বিএলসি (২০২১) এইচসিডি ৩১৮]

২০ ধারা
বিচারালয়

(১) আইনের ৭ ধারা মতে গঠিত শিল্প সম্পর্কিত বিচারালয়কে আদালত বলা হয়। ১৮৭১ সালের করোনার (Coroner) আইন অনুযায়ী করোনার আদালত বটে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে নিযুক্ত কমিশনার আদালতরূপে গণ্য হয়। আদালত শব্দটির কোন সংজ্ঞা সাক্ষ্য আইনে দেওয়া হয় নাই। বিচার কার্য পরিচালনার জন্য যে যে স্তরের আদালতগুলিকে সুপ্রীম কোর্টের অধীন করা হইয়াছে তাহারা অধঃস্তন আদালত।

[পি এল ডি ১৯৫৬ (এস সি) ইন্ডিয়া ৬৫]

(২) নিবন্ধনকারী কর্মকর্তা আদালত নহেন।

[৩৯ ডি এল আর (এ ডি) ২২৩; অবনি মোহন সাহা বনাম সহকারী সংরক্ষক।]

(৩) দেওয়ানী কার্যবিধির ১৩ আদেশের ১০ বিধি আদালতের নথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিবন্ধক কোর্ট নহে বিধায় উক্ত বিধান নিবন্ধনকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

[৫ ডি এল আর ৪৫৪; ডাঃ অভয় চন্দ্র আচার্য্য বনাম ফারুক আহমেদ]

(৪) আদালত সংজ্ঞায় সালিসকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সালিসের মাধ্যমে সিদ্ধান্তকৃত বিষয় নিয়মিত দেওয়ানী, ফৌজদারী বা রাজস্ব আদালতের সিদ্ধান্তকৃত বিষয়ের মত নহে। সালিসগণ নিষ্পত্তি করে না ট্রাইব্যুনালের মত বসে না। *[৫ বি সি আর ১৯৮৫ (এ ডি) ৮; বেগম খোদেজাঁ আখতার বনাম আমানুল্লা]*

ল্যান্ড এ্যকুইজিসনের কাজে নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টর বা ডেপুটি কালেক্টর আদালত নহে।

২১ ধারা
সরকারি কর্মচারী

(১) আসামী দণ্ডবিধি ২১ ধারানুযায়ী অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে না। যেহেতু অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সময় তিনি সরকারি কর্মচারী ছিলেন না। দণ্ডবিধির ২১ ধারানুসারে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার কারণে, সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাহার পরিচয় হইতে পারে না।

[২৯ ডি এল আর ২১৮; এ, কে, এম হালিম বনাম রাষ্ট্র]

(২) একজন সরকারি কর্মকর্তা যিনি সমবায় সমিতির সহকারী নিবন্ধক ছিলেন তাহাকে চিরত্তন কটন মিলস লিঃ নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা হয়।

এই বিষয়ে মহামান্য আদালত সিদ্ধান্ত করেন, যে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করিতে হইলে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন নাই এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারা কোন বাধা হয় না, কারণ, যখন তিনি ট্রাস্ট ফান্ডের একজন ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন তখন দণ্ডবিধির ২১ ধারা মোতাবেক তিনি সরকারি কর্মচারী ছিলেন না।

এই বিষয়ে মহামান্য আদালত আরও সিদ্ধান্ত করেন যে কোম্পানীর এমপ্লয়ীজ ট্রাস্ট ফান্ডের একজন ট্রাস্টি হিসাবে তাহার কার্য সরকারি কর্তব্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। এমন কি ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭ ধারানুযায়ী হেফাজতেও তাহার প্রাপ্য নয়। *[২৬ ডি এল আর ১৭]*

(৩) কোন জুট মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সরকারি কর্মকর্তা নন।

[২০ ডি এল আর ৮৭৬; আবদুর রব বনাম মোবারক উল্লা]

(৪) একজন নিকা-নিবন্ধক সরকারি কর্মকর্তা। নিকা-নিবন্ধক যিনি মুসলিম বিবাহের নিবন্ধনের জন্য সরকার কর্তৃক লাইসেন্স প্রদত্ত হন তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা। *[২১ ডি এল আর ৩৩০ এস সি]*

(৫) সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহের শিক্ষকবৃন্দ সরকারি কর্মকর্তা নহে। কোনভাবেই তাহাদেরকে সরকারি কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য করা যায় না এবং তাহারা যে সনদ প্রদান করেন তাহা সরকারি কর্মকর্তার সরকারি কার্যের মধ্যে গণ্য হইবে না। *[১৯৭১ এল সি আর. আর; ২৯৭; গোবিন্দ বনাম রাষ্ট্র]*

(৬) দণ্ডবিধির ২১ ধারার (১০) উপধারানুযায়ী ট্রেজারী পোদ্দরগণ সরকারি কর্মচারী নহেন [১৪ ডি এল আর ৭৮৫; আহাদ আলী বনাম রাষ্ট্র]। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সরকারি কর্মচারী নহেন।

[৭ ডি এল আর ১৬৬; কবির উদ্দিন বনাম সম্রাট]

(৭) কোন কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সচিব সরকারি কর্মকর্তা নহে। *[৯ ডি এল আর ৪৪২]*

(৮) লিকুইডেটর কর্তৃক নিযুক্ত কোন আদায়কারী প্রতিনিধি যিনি সমবায় সমিতির ঋণ আদায় করেন তিনি সরকারি কর্মচারী। *[১২ ডি এল আর ১০৫; নূরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র]*

(৯) দণ্ডবিধির ২১ ধারার (৭) উপধারানুযায়ী সরকারি গুদামের কোন চৌকিদার "ব্যক্তি" নহেন কিংবা (৯) উপধারানুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাই ২১ ধারানুযায়ী কোন চৌকিদার বা পাহারাদার সরকারি কর্মচারী নহে *[১৪ ডি এল আর ৭৮৫; আহাদ আলী বনাম রাষ্ট্র, ১৪ ডি এল আর ৭৩০]*। কোন মন্ত্রী সরকারি কর্মকর্তা বটে। ২১ ধারার বিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রী যিনি সরকারি তহবিল হইতে বেতন গ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চাকুরিচ্যুত হইতে পারেন তাহাকে সরকারি কর্মকর্তা না বলিয়া পারা যায় না।

[১৫ ডি এল আর ৫৪৯; শেখ মুজিবর রহমান বনাম রাষ্ট্র]

(২) যে কাজে এক ব্যক্তি লাভবান হন এবং অন্য ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং এইরূপ লাভ বা ক্ষতি যদি বেআইনী হয় তবে উক্ত কাজকে অসাধু বলিয়া গণ্য করা হইবে। *[এ আই আর ১৯৬৭ (রাজ) ১৯০]*

(3) A suit can be transferred from one Court to another Court or one District to another District, if there be any cogent and reasonable ground and also for ensuring ends of justice. The power of transfer of suit, appeal or other proceeding is somewhat of an administrative nature and discretionary. *Afjal Sheikh (Md) vs A. Barek Fakir (Civil) [74 DLR (2022) HCD] 346*

২৫ ধারা

প্রতারণামূলকভাবে

(১) প্রতারণা কি জিনিস তাহা কেবলমাত্র কার্যক্রম বিশ্লেষণ পূর্বক নির্ধারণ করা সম্ভব। প্রতারণা ধরা, ছোঁয়া বা দেখা যায় না। উহা কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয়। প্রতারণা তথ্যগত প্রশ্ন। উহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে ঘটনা ও অবস্থা বিবেচনা পূর্বক নির্ধারণ করিতে হয়। প্রতারণা গণ্য করিবার কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই।

[এ আই আর ১৯৭১ (এস সি) ৭৬১; জুগরাজ সিংহ বনাম যশোবন্ত সিংহ; ৩০ ডি এল আর (এস সি) ৯৯; সালেমা খাতুন বনাম হেমাঙ্গীনি ঘোষ]।

(২) জাল দলিল কাহাকেও ঠকাইবার উদ্দেশ্যে এবং তৎপ্রেক্ষিতে স্বীয় মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কোন কিছু করা হইলে উহাকে প্রতারণা বলা যায়। এইরূপ ঠকানোর উদ্দেশ্য নিয়া কোন দলিল সৃষ্টি করা হইলে তাহা জাল বলিয়া গণ্য হইবে। *[৪০ ডি এল আর ৫৪৫; জাহাঙ্গীর হোসেন বনাম রাষ্ট্র]*

৩০ ধারা

(১) **ফাঁকা কাগজে টিপ বা স্বাক্ষর দিলে উহা মূল্যবান জামানত কিনা :** ফাঁকা স্ট্যাম্পের পিছনে টিপ প্রদান করলেও উহা বৈধ দায়দায়িত্বের স্বীকৃতি নহে। আবার ইহাও বলা যায় না যে, টিপ প্রদানকারীর কোন বৈধ অধিকার নাই। সুতরাং ইহা বলা মুস্কিল যে, ফাঁকা কাগজে টিপ প্রদান করলে উহা মূল্যবান জামানত অথবা জামানতের উদ্দেশ্যে টিপ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আপীলকারীদেরকে দণ্ডবিধির ৪৬৭ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, বরং তাদেরকে জালিয়াতির জন্য দণ্ডবিধির ৪৬৭ ধারায় দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা যায় *(৩৭ ডিএলআর ২৫৫/৭ বিসিআর ১০)।*

(২) **ওকালত নামা :** একটি ওকালতনামায় কোন ব্যক্তি কোন কৌসুলীকে তার পক্ষে কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন মাত্র। সুতরাং ইহাকে মূল্যবান জামানত হিসাবে বিবেচনা করা যায় না (২২ ডিএলআর ২০৩)।

(৩) কোন নাবালক দলিল সম্পাদন করে থাকলে তার নাবালকত্বের জন্যই দলিলটি অবৈধ। এতদসত্ত্বেও দণ্ডবিধির ৩০ ধারায় বর্ণিত অর্থানুসারে উহা একটি মূল্যবান জামানত *(৮ ডিএলআর ৪১৪)।*

(৪) নাবালক কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিজ্ঞাপত্র একটি মূল্যবান জামানত *(এআইআর ১৯৩৩ Pat. ৬০)।*

(৫) **অধিকার সৃষ্টি :** যে দলিল কোন অধিকার সৃষ্টি করে বা অর্পণ করে তাহাই মূল্যবান জামানত *(১৯ ডিএলআর ১৭৭)।*

(৬) **পাস বই :** পাস বই একটি মূল্যবান জামানত *(৩৬ সিডব্লিউএন ৫০৫)।*